ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০০৯ এ ভূষিত
ইকবাল মাসুদ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ২০০৯ সালের শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০০৯ এ ভূষিত হয়েছেন মিশনের আমিক-এর সমন্বয়কারী ইকবাল মাসুদ।

ইকবাল মাসুদ দেশ-বিদেশে তামাক ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মপুরুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল-া (রঃ) স্মৃতিধন্য সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার সখিপুর গ্রামে ১৯৬৯ সালের ২ অক্টোবর তাঁর জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা সাহিত্যে অনার্স এবং এমএ পাশ করেন ইকবাল মাসুদ। ২০০৯ সালে কমনওয়েলথ যুব কর্মসূচির আওতায় ইউনিভার্সিটি অব হাডার্সফিল্ড, ইউকে ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে দেড় বছরের ডিপোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক লিডারশীপ প্রশিক্ষণে ইকবাল মাসুদ ফেলো নির্বাচিত হন এবং আমেরিকার জনহপকিন্স স্কুল অব পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে লিডারশীপ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

ইকবাল মাসুদ ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে সহকারী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি আমিক-এর সমন্বয়কারী হিসেবে মিশনে কর্মরত আছেন। দেশের ক্রমবর্ধমান মাদকদ্রব্য সমস্যা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালে মাদকবিরোধী কর্মসূচি 'আমিক'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮ সালে এইচআইভি প্রতিরোধে আরো তিনটি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, মহিলা মাদকাসক্তদের জন্য ড্রপ-ইন-সেন্টার ও আউটরীচ প্রোগ্রাম গ্রহণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক এডভোকেসী, প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম, বিভিন্নমূখী সচেতনতা উপকরণ তৈরি ও এর ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে 'আমিক' কে একটি কর্মসূচি থেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন ইকবাল মাসুদ।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মিশনের পরিচিতি সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি ইউআইসিসি গে-াবাল লিংক-এর সদস্য, ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টারস নেটওয়ার্ক এবং বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম অন টোবাকো কন্ট্রোল-এর সদস্য সচিব, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক, লায়নস ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস-এর মাদক সচেতনতা কমিটির চেয়ারম্যান।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিশনের কার্যক্রম তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত মাদক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম কমিশন অন নার্কোটিক্স ড্রাগস (সিএনডি)-এর ৫১তম সেশনে দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক নিয়ন্ত্রণের ওপর সুপারিশ উপস্থাপন করেন ইকবাল মাসুদ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সার্ক দেশসমূহের যুবকদের মধ্যে মাদক ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক এনজিও ফোরাম অন ড্রাগ এবিউস প্রিভেনশন শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চিকিৎসা ও পুণর্বাসন বিশেষজ্ঞ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে আন্তর্জাতিক তামাক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের প্রটোকল তৈরিতে সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

টীমের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, সংশি-ষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে মিশনের আন্তর্জাতিক সুনাম বৃদ্ধি, দাতা সংস্থার সমর্থন সৃষ্টি, শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টেশন, নবতর তথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ উদ্ভাবন, মিডিয়ায় মিশনের প্রচার বৃদ্ধি, সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, উদ্ভাবিত মডেলের প্রাতিষ্ঠানিককরণের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মিশনে উন্নয়নে বিভিন্নমুখী ভূমিকার জন্য ইকবাল মাসুদকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।